প্রস্তাবনা-১১

ক্রীড়াঙ্গনের সার্বিক উন্নয়ন ও ক্রীড়া সরঞ্জামের স্বল্পতা দূরীকরণে ‘ক্রীড়া সরঞ্জাম ইন্ডাস্ট্রি’ স্থাপন করা হবে

“Sports Equipment Industry” লক্ষ্য হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিনোদনের সাথে খেলাধুলাকে একীভূত করা, অন্যদিকে এর উদ্দেশ্যগুলি টেকসই অবকাঠামো তৈরি, প্রতিভা লালন এবং ক্রীড়াবিদ এবং ব্যবসা উভয়ের জন্য একটি সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্র তৈরির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

Sports Equipment Industry-এর প্রধান লক্ষ্য

খেলাধুলার সরঞ্জাম তৈরি করা	বিশ্বমানের ক্রীড়া সরঞ্জামাদি উৎপাদন/তৈরি করা। দেশীয় চাহিদ পূরণ এবং বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে।
ক্রীড়াকে বাণিজ্যিক খাত হিসেবে প্রচার করা	ক্রীড়াকে একটি টেকসই শিল্পে রূপান্তরিত করা যা রাজস্ব এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। ক্রীড়া অবকাঠামো এবং ইভেন্টগুলিতে বেসরকারি ও সরকারি খাত থেকে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা।
বৈশ্বিক ও স্থানীয় অর্থনীতির উন্নতি করা	টিকিট বিক্রয়, স্পনসরশিপ, ক্রীড়া পণ্য এবং সম্প্রচার অধিকারের মাধ্যমে জিডিপিতে অবদান রাখা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে পর্যটনকে সমর্থন করা।
প্রতিভা এবং পেশাদারিত্ব বিকাশ করা	ক্রীড়াবিদদের ক্যারিয়ার গড়তে এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা। কাঠামোগত লীগ, টুর্নামেন্ট এবং পেশাদার পথ তৈরি করা।
খেলাধুলায় ব্যাপক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা	স্বাস্থ্য, ফিটনেস এবং সামাজিক সংহতি প্রচার করে এমন একটি ক্রীড়া সংস্কৃতি গড়ে তোলা। যুব ও সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততার জন্য তৃণমূল পর্যায়ের কর্মসূচিকে সমর্থন করা।
ব্র্যান্ড এবং বিনোদন মূল্য জোরদার করা	বিশ্বব্যাপী বিনোদন এবং ব্র্যান্ডিংয়ের একটি রূপ হিসেবে খেলাধুলাকে বিকাশ করা। উদাহরণস্বরূপ, Nike, MRF, Adidas, Ninja ইত্যাদি ব্র্যান্ডগুলির সাথে শক্তিশালী ক্রীড়া ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং অংশীদারিত্ব তৈরি করা। বাংলাদেশে রপ্তানিযোগ্য আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া সরঞ্জামাদি তৈরি করা। এবং এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।
কর্মসংস্থান তৈরি করা	এই ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে ১০০০+জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

‘ক্রীড়া সরঞ্জাম ইন্ডাস্ট্রি’ এর মূল উদ্দেশ্য

অবকাঠামো উন্নয়ন	বিশ্বমানের স্টেডিয়াম, প্রশিক্ষণ সুবিধা, ক্রীড়া একাডেমি এবং ইভেন্ট ভেন্যু স্থাপন করা।
রাজস্ব আহরণ এবং স্থায়িত্ব	স্পনসরশিপ চুক্তি, সম্প্রচার অধিকার, টিকিটিং এবং মার্চেন্ডাইজিংয়ের মাধ্যমে খেলাধুলাকে নগদীকরণ করা।
ক্রীড়া বিপণন এবং মিডিয়া বৃদ্ধি	খেলার ডিজিটাল এবং ঐতিহ্যবাহী মিডিয়া কভারেজ সম্প্রসারণ করা। ব্র্যান্ডিং, গল্প বলা এবং বিপণনের মাধ্যমে ভক্তদের সম্পৃক্ততা এবং আনুগত্য তৈরি করা।
জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজন	আন্তর্জাতিক দৃশ্যমানতা বাড়াতে মেগা-ইভেন্ট (অলিম্পিক, বিশ্বকাপ, আঞ্চলিক খেলা) আয়োজন করা।
উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি একীকরণ	ক্রীড়াবিদদের পারফরম্যান্স এবং ভক্তদের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে ক্রীড়া বিশ্লেষণ, পারফরম্যান্স ট্র্যাকিং, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এবং অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহার করুন।
ক্রীড়া-সম্পর্কিত ব্যবসার জন্য সহায়তা	ক্রীড়া পোশাক, সরঞ্জাম উৎপাদন, ক্রীড়া পর্যটন এবং ইভেন্ট পরিচালনার মতো শিল্পের বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা।

Sports Equipment Industry একটি বহুমুখী খাত, যা বিভিন্ন ধরনের পণ্য তৈরি, বাজারজাতকরণ এবং বিতরণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই শিল্পের মূল লক্ষ্য হল ক্রীড়াবিদ এবং সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য উচ্চমানের সরঞ্জাম সরবরাহ করা, যা তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং খেলার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

একটি 'ক্রীড়া সরঞ্জাম ইন্ডাস্ট্রি' গড়ে তোলার প্রধান ধাপগুলো নিচে আলোচনা করা হলো

১.আইনি এবং আর্থিক ভিত্তি

- Sports Equipment Industry এর নিবন্ধন: 'ক্রীড়া সরঞ্জাম ইন্ডাস্ট্রি' কে রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী নিবন্ধন করা হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, লাইসেন্স এবং ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পন্ন করা হবে।
- অর্থায়ন: একটি নতুন ক্রীড়া সরঞ্জাম ইন্ডাস্ট্রি শুরু করতে অর্থের প্রয়োজন। এটি সরকারি অর্থায়নে অথবা ব্যাংক ঋণ, বিনিয়োগকারী বা ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে আসতে পারে। একটি বিস্তারিত ব্যবসায়িক পরিকল্পনা (business plan) তৈরি করে বিনিয়োগকারীদের কাছে উপস্থাপন করা যেতে পারে।
- আইনগত কাঠামো: পণ্যের পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক এবং কপিরাইট সুরক্ষার জন্য আইনি পরামর্শ গ্রহণ করা হবে। এটি ডিজাইন এবং ব্র্যান্ডকে সুরক্ষিত রাখবে।

২. গবেষণা ও উন্নয়ন (Research and Development - R&D)

- উদ্ভাবন: এই ধাপটি ক্রীড়া সরঞ্জাম ইন্ডাস্ট্রির মেরুদণ্ড। এখানে নতুন প্রযুক্তি এবং উপকরণ ব্যবহার করে নতুন পণ্য তৈরি করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, জুতার ওজন কমানোর জন্য নতুন ধরনের ফোম বা ব্যাট প্রস্তুত করার জন্য উন্নত কার্বন ফাইবার নিয়ে গবেষণা করা হয়।
- পণ্যের মান উন্নয়ন: বিদ্যমান পণ্যের কার্যকারিতা, স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য অবিরাম গবেষণা চালানো হয়। ক্রীড়াবিদদের প্রতিক্রিয়া এবং আঘাতের তথ্য বিশ্লেষণ করে সরঞ্জামগুলোকে আরও কর্মদক্ষ এবং আঘাত-প্রতিরোধী করা হয়

৩. নকশা ও প্রোটোটাইপ তৈরি (Design and Prototyping)

- গ্রাফিক ডিজাইন: পণ্যের বাহ্যিক রূপ, রঙ এবং লোগো ডিজাইন করা হয়। এটি ব্র্যান্ডিং এবং বাজারজাতকরণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- প্রকৌশল নকশা: R&D থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পণ্যের বিস্তারিত প্রকৌশল নকশা (engineering design) তৈরি করা হয়। এরপর থ্রিডি প্রিন্টিং বা অন্যান্য দ্রুত প্রোটোটাইপিং কৌশল ব্যবহার করে পণ্যের নমুনা (prototype) তৈরি করা হয়।

৪. উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণ (Manufacturing and Quality Control)

- সরবরাহকারী নির্বাচন: আপনার পণ্যের জন্য উচ্চমানের কাঁচামাল (যেমন: টেক্সটাইল, রাবার, কার্বন ফাইবার) সরবরাহকারী খুঁজে বের করুন। তাদের পণ্যের মান এবং দাম যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ।
- ব্যাপক উৎপাদন (Mass Production): উন্নত যন্ত্রপাতি এবং স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন লাইন ব্যবহার করে পণ্যগুলো বড় পরিসরে উৎপাদন করা হয়। মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি ধাপে কঠোর পরীক্ষা করা হয়।
- কারখানা স্থাপন: যদি আপনার নিজস্ব কারখানা থাকে, তবে উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম স্থাপন করুন। যদি না থাকে, তবে একটি নির্ভরযোগ্য উৎপাদনকারী অংশীদার (manufacturing partner) খুঁজে বের করুন।
- মান নিয়ন্ত্রণ: পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য একটি কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া (quality control process) প্রতিষ্ঠা করুন। প্রতিটি পণ্যের কার্যকারিতা, স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. বিতরণ ও বিক্রয় (Distribution and Sales)

- সরবরাহ চেইন (Supply Chain): উৎপাদিত পণ্যগুলো গুদামজাত করা হয় এবং সেখান থেকে পাইকারি বিক্রেতা বা সরাসরি খুচরা বিক্রেতার কাছে পাঠানো হয়।
- বিক্রয়: স্থানীয় দোকান, বড় খুচরা চেইন স্টোর এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পণ্যগুলো ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করা হয়।
- অনলাইন ও খুচরা বিক্রেতা: ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম এবং ফিজিক্যাল স্টোরের মাধ্যমে পণ্যগুলো ক্রেতাদের কাছে পৌঁছানো হয়।

৬. বিক্রয়োত্তর সেবা (After-Sales Service)

- গ্যারান্টি এবং ওয়্যারেন্টি: পণ্যের ত্রুটি বা সমস্যা হলে তা মেরামত বা প্রতিস্থাপনের জন্য গ্যারান্টি বা ওয়্যারেন্টি সেবা প্রদান করা হয়।
- গ্রাহক সহায়তা: গ্রাহকদের বিভিন্ন প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান করার জন্য একটি সহায়তা কেন্দ্র বা কল সেন্টার পরিচালনা করা হয়।

৭. বিপণন ও বিক্রয় কৌশল

- ব্র্যান্ডিং: আপনার পণ্যের জন্য একটি আকর্ষণীয় নাম, লোগো এবং স্লোগান তৈরি করুন। এটি আপনার ব্র্যান্ডের পরিচিতি বাড়াতে সাহায্য করবে।
- বিজ্ঞাপন: টিভি, অনলাইন মিডিয়া, ম্যাগাজিন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করে পণ্যের পরিচিতি বাড়ানো হয়।
- প্রচার: সামাজিক মাধ্যম, ডিজিটাল মার্কেটিং, এবং খেলার ইভেন্টগুলোতে স্পনসরশিপের মাধ্যমে পণ্যের প্রচার করা হবে। জনপ্রিয় খেলোয়াড়দের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ব্যবহার করা হবে।
- বিক্রয় চ্যানেল: পণ্য কোথায় বিক্রি হবে তা ঠিক করা হবে (যেমন: ই-কমার্স ওয়েবসাইট), নিজস্ব খুচরা দোকান ও বড় বড় স্পোর্টস স্টোরের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

❖ একটি ক্রীড়া সরঞ্জাম ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করতে হলে বেশ কিছু উপাদান এবং সরঞ্জামাদি প্রয়োজন হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পণ্য তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, অবকাঠামো, দক্ষ জনশক্তি এবং কিছু বিমূর্ত (intangible) উপাদান। নিচে প্রধান উপাদানগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. পণ্য তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপকরণ

- কাঁচামাল (Raw Materials): পণ্যের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল প্রয়োজন হয়। যেমন:
- টেক্সটাইল: খেলার পোশাক, গ্লাভস এবং সুরক্ষামূলক প্যাডের জন্য সিনথেটিক ফাইবার (পলিয়েস্টার, নাইলন), কটন, লাইক্রা ইত্যাদি।
- ধাতু: ব্যাটের মতো সরঞ্জামের জন্য অ্যালুমিনিয়াম, ক্রিকেট স্টাম্পের জন্য স্টিল, হকি স্টিকের জন্য বিশেষ সংকর ধাতু।
- প্লাস্টিক ও রাবার: বল, গ্রিপ, জুতার সোল, হেলমেট এবং অন্যান্য সুরক্ষামূলক সরঞ্জামের জন্য।
- কম্পোজিট উপাদান: টেনিস র‍্যাকেট, ব্যাট, সাইকেলের ফ্রেমের জন্য কার্বন ফাইবার, গ্লাস ফাইবার ইত্যাদি।
- কাঠ: ক্রিকেট ব্যাট, বেসবল ব্যাট, হকি স্টিকের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের কাঠ।

২. যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি:

- ডিজাইন ও প্রোটোটাইপ তৈরির সরঞ্জাম: কম্পিউটার এডেড ডিজাইন (CAD) সফটওয়্যার, থ্রিডি প্রিন্টার, এবং প্রোটোটাইপ তৈরির জন্য ছোট আকারের মেশিন।
- উৎপাদন মেশিন: কাঁচামালকে চূড়ান্ত পণ্যে রূপান্তর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের মেশিন লাগে। যেমন, সেলাই মেশিন (পোশাকের জন্য), ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন (প্লাস্টিকের পণ্যের জন্য), লেদ মেশিন (ধাতু বা কাঠের কাজ করার জন্য) ইত্যাদি।
- পরীক্ষামূলক সরঞ্জাম: পণ্যের শক্তি, স্থায়িত্ব এবং কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য টেস্টিং মেশিন। যেমন, ক্রিকেট ব্যাটের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা বা হেলমেটের প্রভাব শোষণ ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য বিশেষ সরঞ্জাম।
- প্যাকেজিং সরঞ্জাম: পণ্যের সুরক্ষা এবং আকর্ষণীয় উপস্থাপনার জন্য প্যাকেজিং সামগ্রী এবং মেশিন।

৩. অবকাঠামো ও কর্মপরিবেশ

- উৎপাদন কেন্দ্র (Manufacturing Facility): একটি কারখানা বা কর্মশালা, যেখানে সব ধরনের উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
- গুদাম (Warehouse): কাঁচামাল এবং উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণের জন্য সুরক্ষিত স্থান।
- অফিস স্পেস: প্রশাসনিক কাজ, ডিজাইন, বিপণন এবং বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অফিস।
- গবেষণা ও উন্নয়ন ল্যাব (R&D Lab): নতুন পণ্য এবং প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য একটি আলাদা ল্যাবরেটরি।

৪. মানব সম্পদ

- দক্ষ শ্রমিক: উৎপাদনের জন্য দক্ষ শ্রমিক যারা মেশিন পরিচালনা এবং পণ্য অ্যাসেম্বল করতে পারেন।
- ডিজাইনার ও প্রকৌশলী: পণ্যের নকশা এবং কারিগরি দিকগুলো তত্ত্বাবধানের জন্য অভিজ্ঞ ডিজাইনার এবং প্রকৌশলী।
- বাজারজাতকরণ ও বিক্রয় দল: পণ্যের প্রচার, বাজার গবেষণা এবং বিক্রয় পরিচালনার জন্য একটি অভিজ্ঞ দল।
- প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা দল: ব্যবসার দৈনন্দিন কার্যক্রম, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইনি বিষয়গুলো দেখাশোনার জন্য।

৫. বিমূর্ত (Intangible) উপাদান

- ব্র্যান্ড ভ্যালু: একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড নাম, লোগো এবং পরিচিতি।
- বৌদ্ধিক সম্পদ (Intellectual Property): পণ্যের নকশা, পেটেন্ট এবং ট্রেডমার্কের মতো আইনি সুরক্ষা।
- নেটওয়ার্ক: সরবরাহকারী, বিতরণকারী এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক অংশীদারদের সাথে সুসম্পর্ক।

❖ **একটি সুসংগঠিত কার্যকরী ক্রীড়া সরঞ্জাম ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার জন্য সম্ভাব্য আয় খাত (Revenue Sources)**

- পণ্য বিক্রয় (খেলাধুলার সরঞ্জাম)
- অনলাইন বিক্রয় / ই-কমার্স
- ডিস্ট্রিবিউটর ও ডিলার নেটওয়ার্ক
- স্পনসরশিপ ও ব্র্যান্ডিং
- এক্সপোর্ট (রপ্তানি)

❖ **একটি সুসংগঠিত কার্যকরী ক্রীড়া সরঞ্জাম ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার জন্য সম্ভাব্য ব্যয় খাত (Expenses)**

- কাঁচামাল ক্রয়
- উৎপাদন খরচ
- কর্মচারী বেতন
- মার্কেটিং ও বিজ্ঞাপন
- পরিবহন ও লজিস্টিকস
- গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D)

ব্যয় খাত (Expenses)

ফুটবল ও ক্রিকেট'এই দুইটি খেলা খুবই জনপ্রিয় এবং এদের সরঞ্জাম তৈরির জন্য একটি বড় কারখানা স্থাপন করতে অনেক বেশি খরচ হতে পারে। এই খরচ অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

১। আইনি ও প্রশাসনিক খরচ

লাইসেন্স ও নিবন্ধন: কারখানা স্থাপন, ট্রেড লাইসেন্স, ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট, পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং অন্যান্য সরকারি অনুমতির জন্য খরচ।

২। জমি ও নির্মাণ খরচ

জমির মূল্য: কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় জমির দাম। এটি শহরের মধ্যে হলে অনেক বেশি হবে, আর একটু দূরে হলে তুলনামূলকভাবে কম হতে পারে। একটি বড় কারখানার জন্য বেশ বড় একটি প্লট প্রয়োজন, যা কয়েক কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

নির্মাণ: কারখানার শেড, অফিস, গুদাম, এবং অন্যান্য অবকাঠামো তৈরির খরচ। মানসম্মত নির্মাণে প্রতি বর্গফুট খরচ অনেক বেশি হয়।

৩। অন্যান্য খরচ: বিদ্যুৎ ,পানি , পরিবহন, গ্যাস খরচ।

বিদ্যুৎ	**পানি**
বিদ্যুৎ ব্যবহার অনুমান: ~100,000 kWh / মাস বিলঃ 100,000 × 11.0 = 1,100,000 BDT(নূন্যতম) 100,000 × 12.39 = 1,239,000 BDT(সর্বোচ্চ)	পানি ব্যবহার অনুমান: ≈ 2,000 মি^{3} / মাস মাসিক পানি বিল: 2,000 × 46.2 = 92,400 BDT মোট (বিদ্যুৎ + পানি): ≈ 1,192,400 – 1,331,400 BDT/মাস গ্যাস খরচঃ ৩০,০০,০০০ লাখ

পরিবহন খরচ (Transport Cost)

লোকাল ডেলিভারি (শহর/জেলা ভিত্তিক) ⟶ মাসে ৫০,০০০ – ২,০০,০০০ টাকা

জাতীয় ডেলিভারি (দেশব্যাপী) ⟶ মাসে ২,০০,০০০ – ৮,০০,০০০ টাকা

আন্তর্জাতিক শিপমেন্ট (Export হলে) ⟶ মাসে ৫,০০,০০০ – কয়েক কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে (কনটেইনার, শিপিং, কাস্টমস ডিউটি ইত্যাদি ধরলে)।

৪। মেশিনপত্র ও সরঞ্জাম

চামড়া বা সিনথেটিক লেদার কাটার মেশিন, সেলাই মেশিন (হাতে ও মেশিন দুভাবেই করা হয়), প্রিন্টিং মেশিন এবং ফিনিশিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। ফুটবল সরঞ্জাম (মূলত ফুটবল বল, বুট, জার্সি, শিনগার্ড, গ্লাভস ইত্যাদি) তৈরির কারখানা গড়ে তুলতে কত খরচ লাগবে তা নির্ভর করবে কারখানার পরিসর, উৎপাদন ক্ষমতা ও বাজার লক্ষ্য (লোকাল নাকি আন্তর্জাতিক) এর উপর।

আনুমানিক খরচের হিসাব-ফুটবল

১. শ্রমিক ও কর্মী খরচ

দক্ষ শ্রমিক (বল সেলাই, জুতো প্রস্তুত, জার্সি তৈরি): মাসে ১০–১৫ হাজার টাকা করে ৩০–৫০ জন শ্রমিক = মাসে ৪–৭ লাখ টাকা

টেকনিশিয়ান/ম্যানেজার/সুপারভাইজার: মাসে ২–৩ লাখ টাকা। মোট মাসিক শ্রমিক খরচ: প্রায় ৬–১০ লাখ টাকা

২. কাঁচামাল খরচ

বল তৈরির জন্য: সিনথেটিক লেদার, পলিউরেথেন (PU/PVC), কটন, নাইলন, রাবার ব্লাডার ⟶ ৫–৮ লাখ টাকা (প্রাথমিক স্টক)

ফুটবল বুটের জন্য: সিনথেটিক লেদার, রাবার সোল, আঠা, থ্রেড ⟶ ১০–১৫ লাখ টাকা (প্রাথমিক স্টক)

জার্সি/গ্লাভসের জন্য: পলিয়েস্টার ফেব্রিক, ফোম, মেশ, ইলাস্টিক ⟶ ৫–৭ লাখ টাকা (প্রাথমিক স্টক)

মোট কাঁচামাল খরচ (প্রথম ধাপে): ২০–৩০ লাখ টাকা

৩. মেশিন ও যন্ত্রপাতি

বল তৈরির মেশিন (কাটিং, ল্যামিনেশন, সেলাই): ১০–১৫ লাখ টাকা

বুট তৈরির মেশিন (সেলাই, প্রেসিং, সোল মোল্ডিং): ১৫–২০ লাখ টাকা

জার্সি তৈরির মেশিন (সেলাই মেশিন, প্রিন্টিং): ৫–১০ লাখ টাকা

মোট মেশিন খরচ: ৩০–৪৫ লাখ টাকা

৪. অন্যান্য খরচ

মার্কেটিং ও ডিস্ট্রিবিউশন: ৫–১০ লাখ টাকা

মোট বিনিয়োগের আনুমানিক হিসাব

আনুমানিক খরচের হিসাব -ক্রিকেট

ক্রিকেট ব্যাট তৈরির জন্য কাঠ প্রক্রিয়াকরণ ও আকার দেওয়ার মেশিন, বল তৈরির জন্য বিশেষায়িত মেশিন এবং প্যাড, গ্লাভস তৈরির সেলাই মেশিন।

মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতিঃ

- ✓ ব্যাট তৈরির মেশিন (কাটিং, প্রেসিং, ফিনিশিং): ১৫–২০ লাখ টাকা
- ✓ বল তৈরির মেশিন (লেদার কাটিং, সেলাই): ১০–১৫ লাখ টাকা
- ✓ গ্লাভস, প্যাড, হেলমেট তৈরির মেশিন: ২০–৩০ লাখ টাকা
- ✓ কাঁচামাল (প্রথম ধাপের জন্য): কাঠ (উইলো/লোকাল কাঠ), লেদার, ফোম, পলিকার্বোনেট, ফেব্রিক ইত্যাদি
- ✓ প্রাথমিক কাঁচামাল মজুদ: ১০–২০ লাখ টাকা

মানবসম্পদ ও শ্রম খরচঃ

- ✓ দক্ষ শ্রমিক, ডিজাইনার, ম্যানেজার, মার্কেটিং অফিসার= আনুমানিক ২০ জন
- ✓ মাসিক খরচ: ৩–৫ লাখ টাকা

মার্কেটিং ও ডিস্ট্রিবিউশন খরচঃ প্রাথমিক পর্যায়ে: ৫–১০ লাখ টাকা